ফেদেরিকো গার্সিয়া

লোরকা

সাক্ষাৎকার এবং ঘোষণা

ফেদেরিকো গার্সিয়া

লোরকা

সাক্ষাৎকার এবং ঘোষণা

মুল স্প্যানিশ থেকে ভাষান্তর

তরুণ কুমার ঘটক

স্পেনের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ক্রীড়ামন্ত্রকের
অনুদানে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল

TITULO: ENTREVISTAS Y DECLARACIONES
AUTOR: Federico Garcia Lorca
TRADUCTOR: TARUN KUMAR GHATAK

FEDERICO GARCÍA LORCA
SAKHATKAR EBONG GHOSONA
A Book of Interviews and Declaration
by Federico García Lorca
Translated in Bengali by
Tarun Kumar Ghatak

First Published
January, 2026

Designed by: Art Creation

ISBN 978-81-7332-418-5

Price ₹ 595

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

দাম ₹ ৫৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

শ্রী দেবাশিস মজুমদার (শূদ্রক)

কৃতজ্ঞতাঃ লোরকা ফাউন্ডেসন (মাদ্রিদ), স্পেনীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর,
সুশীল সাহা, রথীন বিশ্বাস, সমর্পিতা ঘটক, কৌশিক দাস এবং সুচিত্রা ঘটক।

ভূমিকা

স্পেনের শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে সম্ভবত জনপ্রিয়তম নাম ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা।সঙ্গীত-রচয়িতা, গিটার ও পিয়ানো শিল্পী, কবি, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক মাত্র আটত্রিশ বছর জীবনের স্বাদ পেয়েছিলেন (১৮৯৮—১৯৩৬)। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসের ভোররাতে তাঁর প্রিয় শহর গ্রানাদার অদূরে ভিস্নার (Viznar) গ্রামে কারা তাঁকে হত্যা করে ফেলে গিয়েছিল সে কথা আজ প্রায় সবারই জানা।। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি তিনি করতেন না তবে রিপাব্লিকান সমর্থক-কবি হিসেবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন।দেশের মাটির প্রতি গভীরভাবে দায়বদ্ধ শিল্পী কেন গৃহযুদ্ধের শুরুতেই খুন হয়ে গেলেন তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই।ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার জীবন ও কর্ম নিয়ে তেমন কাজ বাংলায় কমই হয়েছে।কিছু স্প্যানিশপ্রেমী মানুষ অবশ্যই তাঁর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

১৯৩৬ সালের বসন্তকালে 'জিপসি গাথা'র সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হল;আর সেই সময় কিউবা এবং মেক্সিকোতে মঞ্চস্থ হচ্ছে তাঁর নাটক, উপস্থাপনায় প্রখ্যাত অভিনেত্রী মারগারিতা সিরগু। এই বছরেই প্রকাশিত হল সম্পূর্ণ গদ্য- সংলাপে লেখা নাটক 'বেরনার্দা আলবার বাড়ি' (La casa de Bernarda Alba)।আগের বছর নিউ ইয়র্কে মঞ্চস্থ হয়েছে 'রক্ত-প্রণয়'(Bodas de sangre) নাটকের ইংরাজি ভাষ্য এবং ফরাসি ভাষায় তাঁর কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হল।প্যারিস বেতারে প্রচারিত হল 'ইয়ের্মা' নাটক।তার আগেই মাদ্রিদ শহরে মঞ্চস্থ হয়েছে

‘রক্ত-প্রণয়’ এবং ‘মুচির আশ্চর্য বউ’ (La zapatera prodigiosa) i আর একই সময় কাতালুন্যিয়া প্রদেশের রাজধানী বার্সিলোনায় ঝড় তুলেছে ‘কুমারী রোসিতা’(Dona Rosita, la soltera) এবং ‘রক্ত-প্রণয়’।ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার নাটক-সমগ্র এবং কাব্য-সমগ্র প্রকাশের প্রস্তুতি তুঙ্গে।

তার কয়েক মাস পরে কবিকে হত্যা করা হল ভিস্নার (Viznar) গ্রামে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকল দেশে বিদেশে। ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর শাসনে দম-বন্ধ পরিবেশ, ওদের তরফে প্রচার করা হল সমকামিতার সংঘাতে খুন হয়েছেন কবি। ডাহা মিথ্যে।লোরকা-বিশেষজ্ঞ Ian Gibson-এর গবেষণা-গ্রন্থ Assasination of Federico Garcia Lorca নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, ফ্রাঙ্কোর গুন্ডাবাহিনী রাতের অন্ধকারে কবিকে খুন করে এক নির্জন মাঠে ফেলে রেখে চলে যায়, সমাধিস্থ পর্যন্ত করা হয় না।ফ্রাঙ্কোর অপপ্রচারে ঢাকা পড়ে না নির্মম সত্য। অকস্মাৎ অকল্পিত মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদে স্তম্ভিত সারা পৃথিবী; ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার রাজনৈতিক মতবাদই সেই মুহূর্তে প্রাধান্য পেল। সেদিন থেকে বিশ্বের সর্বত্র তিনি পরিচিত হয়ে গেলেন ‘লোরকা’ নামে।একথা লিখেছেন তাঁর বন্ধু কবি হোর্হে গিইয়েন(Jorge Guillen).

লোরকার মৃত্যুর পর পার হয়ে গেছে প্রায় পঁচাশি বছর কিন্তু তাঁর রচনার প্রতি পাঠকের আগ্রহ একটুও কমেনি।তাঁর রচনা অনূদিত হয়নি এমন কোনও সভ্য ভাষা পৃথিবীতে নেই।বাংলায় একাধিক কবি তাঁর কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।তাঁর কয়েকটি নাটক এবং সমস্ত পত্রাবলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার রচনা ইতিমধ্যে ‘ধ্রুপদী’ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে; কাব্য,নাটক এবং ভাষণের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

এমন এক স্রষ্টার কিছু মনের কথা জানতে ইচ্ছে হবে না? দরিদ্র মানুষ, থিয়েটার, কবিতা, রাজনীতি, যৌনতা নিয়ে কী তাঁর মতামত?

ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার “সাক্ষাৎকার এবং ঘোষণা” (Entrevistas y declaraciones) বহুবিধ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট অকপট মতবাদের এক আশ্চর্য-সুন্দর দলিল।বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাবলীল কথোপকথনের মধ্যে ফুটে ওঠে থিয়েটার ও কবিতা নিয়ে তাঁর ভাবনাসহ নানা বিষয়।থিয়েটার-এর ভূমিকা এবং মানুষের কাছে তার দায়বদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই গ্রন্থে। দরিদ্র অসহায় মানুষের নাটক দেখার সুযোগ ছিলনা।ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার এইসব মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় ছিল না কোন খাদ। তিনি থিয়েটার নিয়ে গেলেন তাঁদের কাছে যাতে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে এঁদের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়।স্পেন আর

স্প্যানিশ আমেরিকার সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষের মধ্যে কীরকম শ্রদ্ধার আসন তিনি লাভ করেছিলেন তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ এই 'সাক্ষাৎকার এবং ঘোষণা'।
বাংলায় ইতিপূর্বে এই বিষয়ের অনুবাদ আমাদের চোখে পড়েনি।তাই লোরকার রচনা-সমগ্র (Obras Completas-iii,prosa) থেকে প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠার বহু মূল্যবান অংশটি মূল স্প্যানিশ থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত হল। গ্রন্থটি পাঠকের ভালো লাগলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।স্পেনীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না।তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।একই সঙ্গে 'পুনশ্চ' এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ায় তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।
প্রসঙ্গত বলি যে, স্প্যানিশ উচ্চারণে আঞ্চলিক পার্থক্য থাকা সত্বেও প্রতিবর্ণীকরণে একটা সাধারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে যাতে স্পেন এবং স্প্যানিশ-আমেরিকার গ্রহনীয়তা আছে।যে উচ্চারণ অনুবাদকের জানা নেই সেইগুলো রোমান হরফেই আছে।

মূল গ্রন্থের শিরোনাম-ENTREVISTAS y DECLARACIONES
(Obras Completas-iii Prosa/page 357—639)published by GALAXIA GUTENBERG/CIRCULO DE LECTORES.Madrid/ 1995-1996.

তরুণ কুমার ঘটক

১

পুরাতনী গানের প্রতিযোগিতা নিয়ে একটি ঘোষণা

প্রিয় বন্ধুরা আমার, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, পুরাতনী গানের উৎসব হবে অনন্য।আমি কল্পনা করতে পারছিলাম যে, 'লা এপোকা'(যুগ) পত্রিকার সম্পাদক এদগার্দো নেভিল-এর মতো মানুষ যারা এর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা এখন কোনও এক কোণে চুপ করে বসে নিজেদের নখ কামড়াচ্ছেন।

সৌভাগ্যবশত অনুষ্ঠান এঁদো পুকুরে ডুবে যায়নি, চাঁদ আর বৃষ্টির আলোছায়াতে জমে উঠেছিল যেমন ষাঁড়ের লড়াই হয় 'আলো' আর 'ছায়াতে'।২

এখন স্বপ্নের মতো মনে হয় (এত দূরের মনে হত কেন?) প্রতিভাদীপ্ত মাকারোনা এবং 'পোয়েন্তে হেনিল'-এর সেই বৃদ্ধ গানওয়ালার কথা, তিনিতো পুরাতনী গানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ।'পোম্বো'র চমৎকার নথিলেখক রামোন বলছিলেন যে, উৎসবের একমাত্র খামতি ছিল ভালো গায়কের অভাব,সত্যিই এখন এ জগতে সেটাই বড়ো দুর্বলতা। আমরা সবাই তার জন্যে খুব বেদনা বোদনা করি,যেমন হেরেস-এর মহান গিটারবাদক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। পাড়ার এক ভদ্রলোক গতকাল বলছিলেনঃ "উৎসব শেষ হয়ে গেছে", ঠিকই বলেছেন। মানুষজন ছাড়াও কথাটা বুঝেছে মেঘের দল।

১৮ই জুন, ১৯২২

টীকাঃ

১. ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় 'গ্রানাদার সংবাদ' শীর্ষক সংবাদপত্রের 'গ্রানাদার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য'শিরোনামে ১৯২২ সালের ১৮ই জুন।

২. ষাঁড়ের লড়াই-এর দর্শকদের আসনে দুটো ভাগ থাকে যাকে বলা হয়, 'আলো' আর 'ছায়া'।

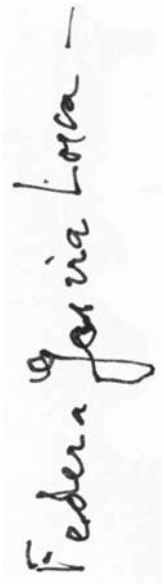

২

"মারিয়ানা পিনেদা"ঃফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা'র একটি নাটক।

--ফেদেরিকো বলো...

--হ্যাঁ, তিনি (আমার 'মারিয়ানা পিনেদা') ওড-এর নায়িকা নন।একেবারেই না।মারিয়ানা বুর্জোয়া নায়িকা।গীতিধর্মী।শেষে যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর প্রেমিক স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তখন তিনি স্বাধীনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন।

--বলো, বলো, বলে যাও ফেদেরিকো...

--উনিশ শতকের এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কিছুই বলেনি।তাঁর কথা কেউ ভাবেনি।তাঁকে জনসমক্ষে তুলে ধরার দায়িত্ব ছিল আমার।এটা অবশ্যকরণীয় কর্তব্য ভাবতাম।কারণ এই চরিত্র গীতিময়।এতে ওড নেই।নেই সেনানী।সংবিধানের সৌধ নেই(এইসব সৌধ মারাত্মক—ছেলেবেলা থেকেই কথাটা শুনেই উত্তেজিত হয়ে পড়তাম—সংবিধান, সংবিধান, সংবিধান!)

--আরও কিছু বলো ফেদেরিকো...

--নাটক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তিনটি ভাষ্য আছে।প্রথমগুলো থিয়েটার হিসেবে সম্ভাবনা তৈরি করে না।একেবারেই অনাটকীয়...আমি যেটা করেছি তাতে নাটক আছে,যুগের সঙ্গে মানিয়ে যায়।এতে দুটো স্তর আছেঃএকটি সবার বোধগম্য, পরিসর অনেক প্রশস্ত এবং বিনোদনযোগ্য।দ্বিতীয়টিতে দুটো পটভূমি আছে—দর্শকদের একাংশ এটা ধরতে পারবেন।

ফ্রান্সিস্কো আইয়ালা
১লা জুলাই, ১৯২৭।

টীকাঃ

৩. সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় মাদ্রিদের 'সাহিত্য গেজেট' পত্রিকায়।ফ্রান্সিস্কো আইয়ালা স্পেনের যশস্বী লেখক।

৩

"মারিয়ানা পিনেদা"

[*মারগারিতা সিরগু'র কোম্পানি 'তেয়াত্রো ফোন্তালবা'(Teatro Fontalba)-তে 'মারিয়ানা পিনেদা' নাটকটির অভিনয় শুরু করবেন।উদ্দীপিত গ্রানাদার নাট্যকার ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা এই নাটক নিয়ে আত্মসমালোচনা আমাদের পাঠিয়েছেন। সেটি নিম্নরূপ*]

লোকে যাকে যুক্তি বলে আমার নাটকে তা নেই,কিন্তু উপস্থাপনায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে।গ্রানাদায় বড়ো জীবন্ত এই বিষয়, তাই পাঁচ বছর আগে এটা লিখেছিলাম। মুখ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত চরিত্র আর ঘটনা 'রোমান্স'-এর আকারে আমার শৈশব ঘিরে থাকত।

মহাকাব্যের ঘরানায় নাটকটি লেখার চেষ্টা করিনি।আমার মনে হয়েছিল যে,মারিয়ানায় থাকবে গীতলতা, সারল্য আর জনপ্রিয়তা।সেইজন্যে আমি সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য নিইনি, নিয়েছি রূপকথা, যেমন মিষ্টি করে বলে রাস্তাঘাটের কথকরা।

আমার কাজটি পথপ্রদর্শক হবে এমন কখনও ভাবিনি।আমার 'মারিয়ানা'কে বলব খুব 'অমিতব্যায়ী' এক নারী, নাটকে এমন এক অনুরণন থাকবে যাতে মনে হবে না যে, তিনি খুব অপরিহার্য এক চরিত্র।নাটকের মধ্যে উদ্ভাবন আছে, 'মারিয়ানা পিনেদা'র মন একেবারেই ভিন্ন, এই যুগে তাঁর কদর নেই, কিন্তু আমার প্রিয় বিষয় এটি, এর মধ্যে থাকবে সৌন্দর্যবোধ আর রোমান্টিকতা।তবে বলা যাবে না যে, এটি রোমান্টিক নাটক, কারণ আজ কেউ নিষ্ঠাভরে পুরনো গল্প নিয়ে ভাবে না, অতীতের ঘটনা নিয়ে নাটকের কথা বলছি।দুটো পথের কথা আমি ভেবেছিলামঃ এক,জনপ্রিয় হবে যেমন রাস্তার পোস্টারে দেখা যায়(দন রামোন খুব সফল এই ব্যাপারে) আর অন্যটি হচ্ছে,আমি ভেবেছি, রাতে যেমন স্বপ্নের মতো দৃশ্য দেখা যায় ,চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত শিশুর মনের মতো সরল এক পরিমন্ডল।

যে দুটো বিষয়ে আমি খুবই খুশি তা হলঃ সালভাদোর দালির অলঙ্করণ আর মারগারিতা সিরগুর সহযোগিতা।

এবিস.৪

১২ই অক্টোবর,১৯২৭

টীকাঃ

৪।আত্মসমালোচনামুলক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় মাদ্রিদের সুবিখ্যাত সংবাদপত্র ABC-তে ১৯২৭ সালের ১২ই অক্টোবর।

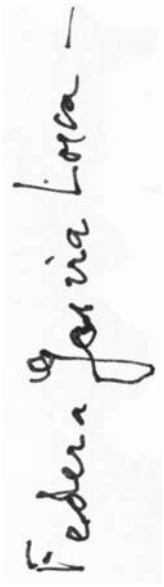

৪

নাটক দেখে লেখকদের প্রতিক্রিয়া

গার্সিয়া লোরকা এবং 'মারিয়ানা পিনেদা'র দর্শক, সমালোচক।

[অভিনয়ের পরের দিন যেন বিয়ের পরের দিন।এমন দিনে আমার দায়িত্ব সাক্ষাৎকার নেওয়া, অনেক সময় কাজটা বড়ো করুণ—অসফল হলে অসুস্থ মানুষের খোঁজ নেওয়ার মতো--,অন্যদের ক্ষেত্রে আগের দিনের সফল মানুষ সম্পর্কে আমার বিনীত নিবেদনের কথায় সায়, এই কাজ করতে গিয়ে আমি লক্ষ করেছি যে, সফল লেখকেরা কম কথা বলেন কিংবা কিছুই বলেন না, সমালোচক এবং দর্শকের সামনে গোটা কাজটার প্রস্তুতি নিয়ে কিছুই বলতে চান না, সাধারণত এঁরা নিজেদের লক্ষ্যাভিমুখে খুব সচেতন থাকেন। এইরকম ভিভেস, কিনতেরোরা, গেররেরোরা ...। কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল, অসম্ভব প্রতিভাদীপ্ত যিনি আমার প্রশ্ন শুনে রাগ করবেন না, তিনি গ্রানাদার যুবক, তাঁর এই 'নতুন' ধরণের নাটক নিয়ে কথা , নাটকে তাঁর পরিমিতিবোধ, সংযম এবং নৈপুণ্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার কাছে আমি তিনটি ছোটো প্রশ্ন রেখেছিলাম যাতে মন্তব্যগুলো দেওয়া হয়েছিলঃ 'খুশি'(দর্শক), 'কৃতজ্ঞ'(সমালোচকদের প্রতি) এবং 'অতৃপ্ত'(ছ বছর আগে রচিত নাটক দেখে মন ভরেনি সৃজনশীল যুবকের, তার অন্তরে একটা কিছু মোচড় দিচ্ছে বোধহয়, তাঁর কণ্ঠস্বর তেমন উচ্চকিত নয়।)

--থিয়েটার হোক কিংবা গ্রন্থ, আমার কাছে লেখাটা এক খেলা, আমার কাছে মজা, শুধু বিনোদন।এই খেলায় স্বাভাবিকভাবেই আমি চাই মজা, উৎকণ্ঠা নয়।তাই আপনাকে গুরুগম্ভীর কিছু বলতে চাই না, কোনও জটিলতায় জড়াতে চাই না,লেখক, সমালোচক, শত্রুমিত্র কারও সঙ্গেই বিতর্কে যাব না, তাতে আবার অন্য এক মজার খেলা শুরু হয়ে যাবে।

--দর্শকদের আপনি আমার হয়ে বলতে পারেন যে, আমি তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপণে বেসামাল হয়ে যাই নি।তাই তাদের শুভেচ্ছা জানাতে বেরিয়ে এসেছিলাম শান্তভাবে।ওরা যখন হাততালি দিচ্ছিল, আপনিতো দেখেছেন,সবাই দেখেছে, স্টল

এবং বক্সে(দামি আসনে) আমি চেনা মুখ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।কারণ "খুশি এবং আত্মবিশ্বাসী" যাকে বলে আমি তাই ছিলাম।যেহেতু সাফল্য দেখা যাচ্ছে, অন্যসব বয়স্ক লেখকদের মতো অনেক বিষয়ে অসন্তুষ্ট হলেও দর্শকদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছিলাম এবং করতালি সবার মতো আমাকেও উৎফুল্ল করেছে বইকি।ঠিক আছে,আপনিতো দেখেছেন যে,আমার কাছে আকর্ষণের অর্থ হল আনন্দ।আমি খেলার ছলে যা রচনা করেছি তাতে দর্শকদের এত উল্লাস ; এই আনন্দের সঙ্গে অন্যকিছুর তুলনা চলে না।

সমালোচকদের জন্যে আমি শুরুতেই বলি যে, আমার চেনা কয়েক হাজার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মারিয়ানা পিনেদা আছে।বীরাঙ্গনা মারিয়ানা, মা মারিয়ানা, প্রেয়সী মারিয়ানা, সুচিশিল্পী মারিয়ানা; এমনকি গ্রাম্য মারিয়ানা যে, সন্তানদের জামাপ্যান্ট সেলাই করে, বাড়িতে যারা নেমন্তন্ন খেতে আসবে তাদের জন্যে সুপ রান্না করে।কিন্তু আমি 'এসব' করতে চাইনি।পছন্দ করার সময় আমি বেছে নিলাম প্রেমিকা মারিয়ানাকে।এই দৃশ্যগুলো এত উচ্চকিত, নাটকীয় যে, কিছু কিছু দৃশ্য চাপা পড়ে যায়, যেমন মারিয়ানা পিনেদা প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে যখন সন্তানদের থেকে বিদায় নিচ্ছে, দৃশ্য আছে অবশ্যই কিন্তু তেমন গুরুত্ব পায়নি। অন্য অনেক দৃশ্যের মতোই আছে, তবে আমি সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা এনেছি। আমার নাটকে কিছু দৃশ্য না থাকলেও দর্শক কল্পনা করে নিতে পারেন এবং এই নাটকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।মাতৃস্নেহ নেই? না,নাটকে তা নেই। যা আছে তা হল যে, আমার মুখ্য চরিত্রের মধ্যে অন্যবিধ প্রেমের প্রতি অধিকতর আসক্তি দেখা যায়, সেই প্রেম আরও জোরালো; ভালোভাবে বললে বলতে হয় যে, মারিয়ানা পিনেদা স্বয়ং স্বাধীনতার প্রতিরূপ, স্বাধীনতার প্রতি প্রেমের প্রশ্ন অবান্তর, তিনি মুক্তির শহিদ নন,ওই মহৎ আবেগের থেকে তুচ্ছতর আবেগের কাছে তাঁর দায় নেই, "নিজের মধ্যে অবিস্মরণীয় অপরাজেয় স্বাধীনতা"র বোধ।তার মধ্যে আছে স্বাভাবিক সন্তান-স্নেহ, তার মুখেই একথা আছে, উদারপন্থী চক্রান্তকারীদের অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমার সন্তানরা আমাকে খাটো করুক তা আমি চাই না! আমার সন্তানদের নাম হবে চাঁদের পূর্ণ আলো।।তাদের মুখ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে, বাতাসে কিংবা বয়সে তা মুছে যাবে না!গ্রানাদার সমস্ত রাস্তায় যদি তা বলে বেড়াই, এই নামটি উচ্চারণ করতে ভয় পাবে মানুষ"।আমার নাটকে মারিয়ানার উদারতা কি খর্ব হয়েছে? সেও এক মত অবশ্যই।আমারতো মনে হয় তেমন হয়নি।পেদ্রোসা যখন তাকে আটক করে—সে স্কারপিয়া না, পেদ্রোসা--,আমার মারিয়ানা চিৎকার করে, আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছে, তার স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রতি অবজ্ঞাঃ "আমি বন্দিনি! বন্দিনি আমি!ক্লাভেলা!এই শুরু হল আমার মৃত্যু"।